ভর্তি তথ্য ও পরিচিতি

ইনজিনিয়াস স্কুল অব এক্সিলেন্স
مدرسة التميز العبقري
Ingenious School of Excellence

বাসাঃ ১৫, রোড: ০৬, ব্লক: ই, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।

০১৮৮০০৮৮৪৫৯ (Whatsapp), ০১৯৯৮৯৫৩৪৬৪, ০১৮১৭১৮৩০২৬

www.isebd.org

আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

আমরা বিশ্বাস করি, প্রকৃত শিক্ষা শুধু দুনিয়ার জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হলো— এমন একজন মানুষ গড়ে তোলা, যে ইসলামী শিষ্টাচার ও মূল্যবোধে আলোকিত, একাডেমিক জ্ঞানেও সমৃদ্ধ, এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সফল।

আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে প্রদান করা হয়—

- দ্বীনি পরিবেশে কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক তারবিয়াত।
- উন্নত মানের একাডেমিক শিক্ষা।
- চারিত্রিক উৎকর্ষ ও শিষ্টাচারমূলক দীক্ষা।

আমাদের লক্ষ্য হলো প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সুশিক্ষিত, আদর্শবান ও দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা, যাতে তারা শুধু নিজেদের নয়, বরং পুরো মানবজাতির কল্যাণ ও সফলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

আমাদের স্কুলের বিশেষত্ব:

- **শক্তিশালী নেতৃত্ব ও মানসম্মত শিক্ষা:**
  - বুয়েটসহ নামকরা প্রতিষ্ঠান থেকে পাশকৃত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
  - পরিচালনায় অভিজ্ঞ পরিচালকমন্ডলীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।
  - অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা একাডেমিক পাঠদান।
- **দ্বীনি পরিবেশ ও ইসলামী তারবিয়াত:**
  - একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি সঠিক ইসলামী তারবিয়াত।
  - প্রতিদিন একাডেমিক ক্লাসের আগে ও পরে দুই ঘণ্টার ফ্রি কুরআন ক্লাস।
  - শিক্ষার্থীরা যেন কুরআন বুঝে পড়তে পারে সেজন্য আরবি ভাষার বিশেষ ক্লাস।
  - দ্বীনের উপর সঠিকভাবে চলার জন্য প্রয়োজনীয় মাসলা-মাসায়েল (প্র্যাক্টিক্যালসহ) আলাদা ক্লাস।
- **আধুনিক ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ:**
  - কোলাহলমুক্ত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (এসি) ক্লাসরুম।
  - মুখস্থ নির্ভরশীলতা কমিয়ে বুঝে পড়ার অভ্যাস তৈরি করা।
- **বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আধুনিক শিক্ষা:**
  - প্রযুক্তির ক্ষতিকর দিক বিবেচনায় রেখে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মৌলিক জ্ঞান প্রদান।
  - ইংরেজি ও গণিতের উপর শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তোলা।
- **সৃজনশীলতা ও শারীরিক বিকাশ:**
  - শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের জন্য এক্সট্রা কারিকুলাম একটিভিটি-র স্বতন্ত্র ক্লাস।
  - নিয়মিত শরীরচর্চা ও খেলাধুলার সুযোগ।
  - আমাদের লক্ষ্য শুধু ভালো রেজাল্ট নয়, বরং দ্বীন ও দুনিয়ার উভয় ক্ষেত্রেই সফল আদর্শ মানুষ তৈরি করা।

প্রিন্সিপালের বার্তা:

ইনজিনিয়াস স্কুল অব এক্সিলেন্স প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হলো আধুনিক শিক্ষার সাথে ইসলামী মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি— শিক্ষা কখনোই শুধু তথ্য বা ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষা হলো এমন এক আলোকিত শক্তি, যা মানুষকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি চরিত্রবান, নৈতিক এবং দায়িত্বশীল করে তোলে।

আজকের বিশ্ব প্রযুক্তিনির্ভর। প্রযুক্তি যেমন মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে, তেমনি এর অপব্যবহার মানুষের জীবন ধ্বংস করতেও সক্ষম। আমাদের অঙ্গীকার হলো— শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তির ক্ষতিকর দিক থেকে বাঁচিয়ে, এর ইতিবাচক ও কল্যাণকর দিকগুলোর সঠিক ব্যবহার শেখানো। আমরা চাই, আমাদের শিক্ষার্থীরা যেন সুন্দর মস্তিষ্ক, সৃজনশীল চিন্তা এবং দৃঢ় নৈতিকতা নিয়ে বড় হতে পারে।

আমাদের লক্ষ্য হলো এমন এক প্রজন্ম তৈরি করা যারা শুধু পরীক্ষায় ভালো ফল করবে না; বরং তারা হবে ভালো মানুষ, দায়িত্বশীল নাগরিক, এবং উত্তম মুসলিম। তারা দুনিয়ার বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করবে আত্মবিশ্বাসের সাথে, আবার একই সাথে আখিরাতের জন্যও প্রস্তুতি নেবে। কেননা, আমরা বিশ্বাস করি— "আসল সফলতা হলো আখিরাতের সফলতা।"

আমরা আশা করি, আল্লাহর কৃপায় একদিন ইনজিনিয়াস স্কুল অব এক্সিলেন্স দেশ-বিদেশে জ্ঞান, নৈতিকতা ও আদর্শের বাতিঘর হয়ে উঠবে এবং এই প্রতিষ্ঠান থেকে গড়ে উঠবে এমন এক প্রজন্ম যারা দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় ক্ষেত্রেই সফল হবে।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও প্রিন্সিপাল
প্র. মু. শাহাদত হোসেন
CSE, DUET

পরিচালনা পর্ষদ:

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও প্রিন্সিপাল
প্র. মু. শাহাদত হোসেন
CSE, DUET

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ইঞ্জি. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
CSE, BUET

পরিচালক
ইঞ্জি. কে.এম হুমায়ূন কবীর
CE, BUET

সহকারী অধ্যক্ষ
মোহাম্মদ আফনান হোসাইন
BBA, MBA (Finance)
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রধান নিগরান
মুফতি উছামা
মাদরাসাতুদ দাওয়াহ আল-ইসলামিয়া
ফারেগ, জামিয়া ইক্‌রা বাংলাদেশ।

এডমিন অফিসার
নাইমুর রহমান নাঈম
BSC, MSC
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপদেষ্টা প্যানেল:

অধ্যক্ষ
প্র. মু. শাহাদত হোসেন
CSE, DUET

সহকারী অধ্যক্ষ
মোহাম্মদ আফনান হোসাইন
BBA, MBA (Finance)
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

সিনিয়র সহকারী শিক্ষক
মোঃ আনিসুর রহমান খান
M.Com (Management), NU
PGDPM, BIM, Ex. AVP AB Bank

কো-অর্ডিনেটর, সহকারী শিক্ষক
শেখ মিশকাত হোসেন
B.A. (Hons) M.A (Philosophy)
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সহকারি শিক্ষক
মোঃ রাকিব হোসাইন
BBA (Hons), NU

সহকারী শিক্ষক
মোঃ নাহিদ হাসান উৎস
BBA (MIS)
East West University

শিক্ষক প্যানেল:

বালক শাখা

অধ্যক্ষ
প্র. মু. শাহাদত হোসেন
CSE, DUET

সহকারী অধ্যক্ষ
মোহাম্মদ আফনান হোসাইন
BBA, MBA (Finance)
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

সিনিয়র সহকারী শিক্ষক
মোঃ আনিসুর রহমান খান
M.Com (Management), NU
PGDPM, BIM, Ex. AVP AB Bank

কো-অর্ডিনেটর, সহকারী শিক্ষক
শেখ মিশকাত হোসেন
B.A. (Hons) M.A (Philosophy)
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সহকারি শিক্ষক
মোঃ রাকিব হোসাইন
BBA (Hons), NU

সহকারী শিক্ষক
মো: নাহিদ হাসান উৎস
BBA (MIS)
East West University

বালিকা শাখা

কো-অর্ডিনেটর
মুহসিনা তাবাসসুম
B.Sc. in CSE
(Stamford University Bangladesh)
M.Sc. in CSE, DUET

সহকারী অধ্যক্ষ
ফারজানা আক্তার
B.Sc. in chemistry
Govt. Shaheed Suhrawardy college

সহকারী শিক্ষক
নাসরিন জাহান প্রিয়াঙ্কা
BBA ,MBA (Finance and Banking)
Eden Mohila College

সহকারী শিক্ষক
ইরফাত রহমান
BBA.
University of the people, USA.

একাডেমিক কারিকুলাম:

নীতিমালা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)

পাঠ্য-পুস্তক

নিজস্ব + এনসিটিবি

শ্রেণিভিত্তিক পাঠদান পদ্ধতি:

প্লে — নার্সারি — কেজি — ১ম শ্রেণি

আমাদের প্রতিটি শ্রেণিতে পাঠদান পরিচালিত হয় শিক্ষার্থীর বয়স, মানসিক বিকাশ এবং আগ্রহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো—শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে শিখুক এবং শেখা যেন তাদের জীবনে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে।

পাঠদানের মূল বৈশিষ্ট্য:

- **খেলাধুলা ও বিনোদন:** শিক্ষার্থীর মনোযোগ ও আগ্রহ বৃদ্ধি করতে পাঠদান করা হয় খেলাধুলা ও বিনোদনের মাধ্যমে।
- **উৎসাহ ও প্রণোদনা:** পুরস্কার ও প্রণোদনার মাধ্যমে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ উদ্দীপিত করা।
- **ভাষা ও অংকের পরিচয়:** প্রাথমিক পর্যায়ে অংক, বাংলা, ইংরেজি ও আরবি বর্ণমালার পরিচয়।
- **শিক্ষা উপকরণ:** ছবি, 2D ও 3D অবজেক্ট ব্যবহার করে বিষয়গুলো সহজে বোধগম্য করা।
- **পড়াশোনার ধারা:** পর্যায়ক্রমে শব্দ, বাক্য লেখা শেখানো এবং সাধারণ গাণিতিক সমস্যা সমাধান।
- **নৈতিক শিক্ষা:** ইসলামিক গল্পের মাধ্যমে চরিত্র ও নৈতিকতার শিক্ষা।
- **ভাষা দক্ষতা:** স্পোকেন ইংলিশ এবং আরবি ভাষায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান।

২য় থেকে ৬ষ্ঠ

অংশগ্রহণমূলক ও সমস্যা সমাধানমুখী পদ্ধতি:

- গ্রুপওয়ার্কের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জন করে।
- ক্লাস ওয়ার্কের উপর ভিত্তি করে হোমওয়ার্ক প্রদান এবং তার আদায় নিশ্চিত করা।
- শিক্ষার্থীদের নিজ থেকে প্রশ্ন-উত্তর তৈরি ও সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা তৈরি করা।
- শিক্ষার্থীরা যেন দুনিয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারে এবং আখিরাতের জন্যও প্রস্তুত হয়।

আমাদের লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীরা শুধু একাডেমিকভাবে শক্তিশালী হবে না, বরং সৃজনশীল, আত্মনির্ভর, নৈতিক ও দক্ষ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে।

পাঠ্যবইয়ের তালিকা:

প্লে

- আমার বর্ণ শেখা- ০১ (ISE Publication)
- সোনামণিদের ছন্দে ছড়ায় অংক শেখা- ০১ (ISE Publication)
- My English Book- ০১ (ISE Publication)
- ড্রইং বুক- ০১
- এসো আদব শিখি- ০১
- এসো শব্দ শিখি- ০১ (বাংলা, আরবি, ইংরেজি)
- কোরআন শিখি- ০১

কেজি

- আমার বর্ণ শেখা-০৩ (প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব)
- সোনামণিদের ছন্দে ছড়ায় অংক শেখা-০৩ (প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব)
- My English Book-০৩ (প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব)

১ম শেণি

- আমার বাংলা বই (এনসিটিবি)
- সাধারণ গণিত (এনসিটিবি)
- English for Today

২য়

- আমার বাংলা বই (এনসিটিবি)
- সাধারণ গণিত (এনসিটিবি)
- English for Today (এনসিটিবি)
- আরবি ভাষা শিক্ষা-০১ (নিজস্ব)
- মাসলা-মাসায়েল-০১ (নিজস্ব)

৩য় শ্রেণি

- আমার বাংলা বই (এনসিটিবি)
- সাধারণ গণিত (এনসিটিবি)
- English for Today (এনসিটিবি)
- সাধারণ বিজ্ঞান (এনসিটিবি)
- ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (এনসিটিবি)
- বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় (এনসিটিবি)
- আরবি ভাষা-০২ শিক্ষা (নিজস্ব)
- মাসলা-মাসায়েল-০২ (নিজস্ব)

৪র্থ শেণি

- আমার বাংলা বই (এনসিটিবি)
- সাধারণ গণিত (এনসিটিবি)
- English for Today
- সাধারণ বিজ্ঞান (এনসিটিবি)
- ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (এনসিটিবি)
- বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় (এনসিটিবি)
- আরবি ভাষা শিক্ষা-০৩ (নিজস্ব)
- মাসলা-মাসায়েল-০৩ (নিজস্ব)

৫ম শ্রেণি

- আমার বাংলা বই (এনসিটিবি)
- সাধারণ গণিত (এনসিটিবি)
- English for Today
- সাধারণ বিজ্ঞান (এনসিটিবি)
- ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (এনসিটিবি)
- বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় (এনসিটিবি)
- আরবি ভাষা শিক্ষা-০৪ (নিজস্ব)
- মাসলা-মাসায়েল-০৪ (নিজস্ব)

৬ষ্ঠ শ্রেণি

- আমার বাংলা বই (এনসিটিবি)
- সাধারণ গণিত (এনসিটিবি)
- English for Today
- সাধারণ বিজ্ঞান (এনসিটিবি)
- ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (এনসিটিবি)
- বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় (এনসিটিবি)
- আরবি ভাষা শিক্ষা-০৪ (নিজস্ব)
- মাসলা-মাসায়েল-০৪ (নিজস্ব)

ভর্তি নিয়মাবলী:

- **১. আবেদন ফরম সংগ্রহ:**
  ঢাকার বনশ্রী ইকোনমিক, ৬নং রোড, জমজম মসজিদের পাশে অবস্থিত স্কুলের নিজস্ব অফিস থেকে আবেদন ফরম সংগ্রহ করা যাবে।

- **২. ফরম জমার সময়সীমা:**
  সংগৃহীত ফরম নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে জমা দিতে হবে। ফরম জমার শেষ তারিখের পর তিন (৩) থেকে পাঁচ (৫) কার্যদিবসের মধ্যে বাবা/মা বা অভিভাবককে বিদ্যালয়ে এসে পূরণকৃত ফরম জমা দিতে হবে।

- **৩. দরকারি কাগজপত্র:**
  আবেদন ফরমের সঙ্গে শিক্ষার্থীর দুটি (২) কপি ছবি, জন্ম সনদ এবং পিতার/মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র সংযুক্ত করতে হবে।

- **৪. সাক্ষাৎকার:**
  আবেদন ফরমের ভিত্তিতে নির্বাচিত শিক্ষার্থীকে অভিভাবকসহ সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করতে হবে।

- **৫. পরীক্ষা:**
  প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের পর শিক্ষার্থীকে লিখিত, মৌখিক এবং প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

- **৬. ভর্তি অনুমোদন:**
  পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীকে তার পূর্বের বিদ্যালয় থেকে ছাড়পত্র প্রদান করতে হবে। (১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত)

- **৭. ফি জমা:**
  নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে অফিসে বা অনলাইনে ২০০ টাকা ফি জমা দিয়ে ভর্তি ফরম সম্পন্ন করতে হবে। ফি জমার পরে নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভর্তি কার্যক্রম শেষ হবে।

স্কুল বিভাগের ছাত্রদের খরচের বিবরণ (মক্তব/নাজেরাসহ)

ডিসেম্বরের মধ্যে ভর্তি হলে

৫০% ছাড়!

ভর্তি ফি ১৬~~০০~~০ টাকা   ভর্তি ফি ৮০০০ টাকা

একাডেমিক টিউশন ফি
প্লে - ১ম = ২০০০/-
২য় - ৫ম = ২৫০০/-
৬ষ্ঠ শ্রেণি = ৩০০০/-

মাদরাসা টিউশন ফি
ফুল টাইম হিফজ = ৪০০০/-
শুধুমাত্র ডে-কেয়ার = ১০০০/-

আবাসিক
এসি + বেডিং = ৩০০০/-
এসি + ফ্লোরিং = ২০০০/-
৩ বেলা খাবার
সকালের নাস্তা = ১৫০০/-
দুপুরের খাবার = ২৫০০/-
রাতের খাবার = ২০০০/-

কিতাব
টিউশন ফি = ৪০০০/-

শ্রেণিভিত্তিক ভর্তির বয়স:

- প্লে: ৩ বছর বা তার বেশি
- নার্সারি: ৪ বছর বা তার বেশি
- কেজি: ৫ বছর বা তার বেশি
- ১ম শ্রেণি: ৬ বছর বা তার বেশি
- উচ্চতর শ্রেণি: ক্রমানুসারে অন্যান্য ক্লাসে বয়সের ভিত্তিতে ভর্তি নেওয়া হয়।

ড্রেস কোড:

বালিকা
(প্লে থেকে ১ম শ্রেণি)

- জামা- এশ কালারের ফ্রক
- হিজাব- ওশান গ্রিন কালারের হিজাব
- পায়জামা- এশ কালারের পায়জামা
- জুতা- কালো রঙের পাম্প শু
- সোয়েটার- ডার্ক ব্লু
- মনোগ্রাম- ফ্রকের পকেট

বালক
(প্লে থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণি)

- পাঞ্জাবি- সাদা (মাদানি কাট)
- টুপি- সাদা টুপি
- পায়জামা- সাদা পায়জামা
- জুতা- সাদা কেডস
- সোয়েটার- ডার্ক ব্লু
- মনোগ্রাম- পাঞ্জাবির পকেট

প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতি:

অভিভাবকের দায়িত্ব ও দায়িত্ববোধ

শিশুর প্রথম বিদ্যালয় হলো তার নিজ গৃহ, এবং প্রথম শিক্ষক-শিক্ষিকা হলেন তার পিতা-মাতা। তাই শিশুকে দ্বিনি তারবিয়াতের সাথে বড়ো করতে, সর্বপ্রথম নিজ গৃহে দ্বিনি পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। পিতা-মাতাকে অবশ্যই দ্বিনি বিষয়গুলোর প্রতি যত্নবান হতে হবে।

গৃহে সন্তানের পূর্ণ নিরাপত্তা, অন্তর্নিহিত গুণাবলী ও প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ থাকা আবশ্যক। বিদ্যালয়ের পরিবেশের সঙ্গে সন্তানের যথাযথ সমন্বয় নিশ্চিত করতে একজন বিচক্ষণ অভিভাবক হিসেবে আপনার যথেষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।

আপনাকে সন্তানের আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিকাশে সহায়ক হিসেবে কাজ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণাদি প্রদান করতে হবে।

দৈনন্দিন দায়িত্বসমূহ

- **১. পরিচ্ছন্ন পোশাক:**
  - স্কুলের নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী সন্তানের পোশাক পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
  - ভর্তি পরবর্তী এক সপ্তাহের মধ্যে নির্ধারিত স্কুল ড্রেস তৈরি করতে হবে।
- **২. উপকরণাদি সরবরাহ:**
  - বইপত্র, ব্যাগ, টিফিন বক্স, পানির ফ্লাস্ক ও রুমাল ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে দিতে হবে।
- **৩. সুস্থতা ও পরিচ্ছন্নতা:**
  - সন্তানের হাত-পা ও নখ কাটা, দাঁত পরিষ্কার, নাক-কান পরিচর্যা, মাথার চুল সংরক্ষণ ইত্যাদির প্রতি নজর রাখা।
- **৪. পাঠ্য অগ্রগতি:**
  - সন্তানের পড়াশোনার অগ্রগতির জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা।
  - শ্রেণি শিক্ষকের পরামর্শ গ্রহণ করা।
- **৫. মাসিক বেতন:**
  - প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে মাসিক বেতন পরিশোধ করা।
  - পরপর দুই মাস যথাসময়ে বেতন পরিশোধ না করলে হাজিরা খাতা থেকে নাম কাটা যেতে পারে।
  - নিয়মিত বেতন পরিশোধের পরও দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিবেচনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
- **৬. নিয়ম-কানুন ও শৃঙ্খলা:**
  - বিদ্যালয়ের নিয়ম ও শৃঙ্খলার পরিপন্থী কোনো অমার্জনীয় অপরাধে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।
- **৭. অসুস্থতার কারণে অনুপস্থিতি:**
  - শারীরিক অসুস্থতার জন্য স্কুলে উপস্থিত না হলে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন বা সার্টিফিকেট সহ কর্তৃপক্ষকে জানানো আবশ্যক।

- **৮. বার্ষিক পরীক্ষা ও ফলাফল:**
  - বার্ষিক পরীক্ষায় সন্তান পরপর দুইবার অকৃতকার্য হলে বিদ্যালয় থেকে টি.সি. প্রদান করা হবে।
  - যদি কোনো মন্তব্য থাকে, ফলাফল প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।

- **৯. বিদ্যালয়ে সাক্ষাৎ:**
  - কোন বিশেষ প্রয়োজনে সন্তানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হলে প্রথমে অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।
  - সন্তানের সাক্ষাৎ অফিসে ডেকে নেওয়ার পর করা যাবে; সরাসরি শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করা যাবে না।

ছাত্র-ছাত্রীদের দায়িত্ব

বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের সমাজের একজন প্রয়োজনীয় ও কাঙ্খিত সদস্য হিসেবে গড়ে তোলা। ছাত্রজীবন হলো সেই সময়, যখন একজন শিক্ষার্থী তার অর্ন্তনিহিত প্রতিভা ও মননশীলতা বিকাশের সুযোগ পায়। একটি আদর্শ ছাত্র নিজেকে নৈতিক, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং দায়িত্ববান হিসেবে গড়ে তোলে।

মূল গুণাবলী:

- **১. আত্মনুশীলন ও আত্মশাসন:**
  - শ্রেণিতে শেখা বিষয়গুলো অনুশীলন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে আত্মস্থ করতে হবে।
  - একটি কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা ও দায়িত্ববোধ তৈরি করা প্রয়োজন।

- **২. নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতা:**
  - প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ের নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী নিয়মিত উপস্থিত থাকতে হবে।

৩. বিদ্যালয় পরিত্যাগ:

- বিদ্যালয় পরিত্যাগের প্রয়োজন হলে প্রধান শিক্ষক বরাবর দরখাস্থ্ লিখে শ্রেণি শিক্ষকের নিকট জমা দিতে হবে।
- একদিনে একজনের বেশি শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয় পরিত্যাগের অনুমতি দেওয়া হবে না।

৪. উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি:

- প্রতিদিনের অননুমোদিত অনুপস্থিতিতে ৫০ টাকা জরিমানা প্রযোজ্য।
- অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে পূর্বনির্ধারিত দরখাস্ত (পিতা-মাতার স্বাক্ষরসহ) প্রদান করে অনুমোদন নিতে হবে।
- বিশেষ কারণে (অসুস্থতা) অননুমোদিত অনুপস্থিতি থাকলে পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে যথাযথ প্রমাণ সহ দরখাস্থ্ জমা দিতে হবে।
- অননুমোদিতভাবে একযোগে ৬ দিন অনুপস্থিত থাকলে পুনঃভর্তি ফি প্রদান করতে হবে।

৫. আচরণবিধি:

- সহপাঠীদের প্রতি হৃদতাপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল আচরণ প্রদর্শন।
- সকল শিক্ষকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও আদেশ/উপদেশ পালন।
- বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলা। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক না থাকলে গোলমাল, দৌড়ঝাপ, হৈ-চৈ বা অশোভন আচরণ করা যাবে না।
- বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ও শিক্ষাসামগ্রী নষ্ট করা থেকে বিরত থাকা।
- নিজের বই-খাতা, পেন্সিল, রাবার, স্কেল ইত্যাদির যত্ন নেওয়া এবং ব্যাগে রাখা।
- অপ্রয়োজনীয় মূল্যবান জিনিসপত্র, ক্যামেরা, মোবাইল/সেলফোন বিদ্যালয়ে আনতে পারবে না।
- নির্ধারিত স্কুল ড্রেস পড়ে পরিচ্ছন্ন অবস্থায় বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে হবে।

খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তি কার্যক্রম:

লেখাপড়ার পাশাপাশি, বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও প্রযুক্তিগত বিকাশ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়। শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে:

সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত কার্যক্রম

- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক
- বাগান করা ও পরিচ্ছন্ন অভিযান
- বৃক্ষরোপণ অভিযান
- ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন
- জাদুঘর ও বোটানিকাল গার্ডেন পরিদর্শন
- বনভোজন ও শিক্ষা সফর
- স্কাউটিং ও গার্লস গাইড প্রোগ্রাম

খেলাধুলা ও ফিটনেস

- দলগত ও ব্যক্তিগত খেলাধুলা (ফুটবল, বাস্কেটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি)
- নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম ও ফিটনেস কার্যক্রম

প্রযুক্তি ও সৃজনশীল কার্যক্রম

- প্রাথমিক কম্পিউটার ও প্রোগ্রামিং শিক্ষা
- রোবোটিক্স ও STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) কার্যক্রম
- বিভিন্ন রোবট ডিজাইন ও প্রোগ্রাম তৈরি
- ইলেক্ট্রনিক্স ও যন্ত্রাংশ ব্যবহার শেখা
- প্রজেক্ট ভিত্তিক লার্নিং ও বাস্তব সমস্যা সমাধান
- দলের সঙ্গে কাজ করার দক্ষতা উন্নয়ন
- বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও গণিতের ধারণার প্রয়োগমুখী শিক্ষা
- ডিজিটাল প্রকল্প ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম

নিয়মিত উপস্থিতি ও শৃঙ্খলা:

- শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন শৃঙ্খলার সঙ্গে সমাবেশে উপস্থিত থাকবে।
- বিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন, আসবাবপত্র ও শিক্ষাসামগ্রী নষ্ট না করার বিষয়ে সতর্ক থাকবে।
- নির্ধারিত স্কুল ড্রেস পরে পরিচ্ছন্ন অবস্থায় বিদ্যালয়ে আসবে।
- অপ্রয়োজনীয় মূল্যবান জিনিসপত্র, ক্যামেরা ও মোবাইল/ সেলফোন বিদ্যালয়ে আনবে না।

উদ্দেশ্য:

শিক্ষার্থীদেরকে শারীরিকভাবে সক্রিয়, নৈতিকভাবে সুসংগঠিত, সামাজিকভাবে দায়িত্ববান এবং প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবনী ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলা, যাতে তারা ভবিষ্যতে সফল, সৃজনশীল ও দাযত্বিবান নাগরিক হয়ে উঠতে পারে।

কর্মচারীদের জন্য নিয়ম-কানুন:

- কোনো শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের সাথে কোনোক্রমেই অশালীন বা মনে কষ্ট পাবে এমন কোনো ব্যবহার করা যাবে না। যথাসম্ভব যার যার দ্বায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করতে হবে।
- মনে রাখতে হবে স্কুলের সর্বক্ষেত্রে অবদানের জন্য কর্মচারীদের অবদান কোনো অংশেই কম নয়। সুতরাং স্কুলের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে আপনাদের দায়িত্ব আরো বেশি করে পালন করতে হবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের আচরণ ও বিশেষ নির্দেশাবলী:

- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ইউনিফর্ম পরে বিদ্যালয়ে আসতে হবে।
- বিদ্যালয় শুরু হওয়ার কমপক্ষে ১৫ মিনিট পূর্বে উপস্থিত হতে হবে।
- সমাবেশে যোগদান করতে হবে এবং সমাবেশ শেষে শ্রেণিকক্ষে সারিবদ্ধভাবে প্রবেশ করতে হবে।
- জাতীয় সংগীত, শপথবাক্য ও সূরা ফাতিহা শুদ্ধ উচ্চারণে মুখস্থ করতে হবে।
- বিদ্যালয় শুরু হওয়ার পূর্বে এবং স্কুল ছুটি হওয়ার পরে প্রাঙ্গণে খেলাধূলা করা যাবে না।
- ছাত্রদের মাথার চুল ছোট রাখতে হবে এবং হাতের নখ বড় রাখা যাবে না।
- জরুরি প্রয়োজন ছাড়া দুই পিরিয়ডের মধ্যবর্তী সময়ে শ্রেণিকক্ষের বাইরে যাওয়া যাবে না।
- টিফিন পিরিয়ডের পর সতর্কীকরণ ঘন্টা বাজলে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করবে।
- বিদ্যালয়ের কোন সম্পদ নষ্ট করলে তাৎক্ষণিকভাবে মেরামত ও সংস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বিদ্যালয়ের দেয়াল, দরজা, জানালা বা ডেস্কে লেখা যাবে না এবং প্রাঙ্গণ ও শ্রেণিকক্ষ অপরিচ্ছন্ন করা যাবে না।
- বহিরাগত বন্ধু বা পরিচিতদের বিদ্যালয়ে আনতে পারবে না।
- পাঠদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম ব্যতীত মোবাইল, এমপি৩/এমপি৪ বা অন্য কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্র আনতে পারবে না।
- বিনা অনুমতিতে বিদ্যালয় ত্যাগ করা যাবে না।
- একসাথে তিন দিনের বেশি অনুপস্থিতি হলে পূর্বে ছুটি নিতে হবে। সকল ছুটির আবেদনে অভিভাবকের স্বাক্ষর থাকতে হবে।
- নিয়মিত পড়াশোনা করতে হবে এবং বাড়ির কাজ সম্পন্ন করে আনতে হবে।
- ছুটির ঘন্টা বাজলে শৃঙ্খলার সাথে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করতে হবে।
- বিদ্যালয়ের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (মেইন সুইচ, সকেট, কাট-আউট, ফ্যান, লাইট, তার ইত্যাদি) স্পর্শ করা যাবে না।

সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দের প্রতি নির্দেশাবলী:

- ১. প্রকৃত অভিভাবক "দৈনিক পাঠের বিবরণী" বইয়ে নিজ পরিচয় ও স্বাক্ষর দেবেন। পিতা-মাতা জীবিত থাকলেও দেখা যায় গৃহশিক্ষক, চাচা-মামা বা বড় ভাইকে দায়িত্ব দেয়া হয়—পিতা-মাতাই প্রকৃত অভিভাবক।
- ২. প্রতিদিন বিদ্যালয় থেকে ফেরার পর, ওই দিনের পাঠক্রম ও কার্যক্রম যাচাই করে মন্তব্যসহ স্বাক্ষর করবেন।
- ৩. সন্তান ঠিক সময়ে স্কুল ড্রেস পরে স্কুলে আসে কিনা, ছুটি শেষে ঠিক সময়ে বাড়ি ফেরে কিনা এবং নিয়মিত পড়াশোনা করে কিনা লক্ষ্য রাখুন।
- ৪. সকল পরীক্ষায় সন্তান নিয়মিত উপস্থিত কিনা খেয়াল রাখুন। মোট কার্যদিবসের ৯৫% উপস্থিতি ছাড়া কোনো ছাত্রকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হবে না।
- ৫. ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণিতে লিখিত পরীক্ষা ৮০% এবং SBA ২০%—উভয় অংশে পৃথকভাবে পাশ করতে হবে।
- ৬. ছাত্রদের আচরণবিধি (দৈনিক পাঠের বিবরণী বইয়ে) অবশ্যই পড়বেন এবং সেই অনুযায়ী সন্তানকে চলাচল ও আচরণে সাহায্য করবেন।
- ৭. ছাত্রের লেখাপড়া ও চারিত্রিক উন্নতি সম্পর্কে নিয়মিত প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
- ৮. যেকোনো বিষয় আলোচনা করতে হলে নির্ধারিত দিন ও সময়ে শ্রেণি শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
- ৯. স্কুলে অনুপস্থিতির কারণ ও তারিখ উল্লেখ করে দরখাস্ত জমা দিতে হবে। পরপর তিন দিনেরবেশি বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিতি হলে অভিভাবক নিজে উপস্থিত হবেন।

- ১০. অসুস্থতার কারণে স্কুলে না আসলে ডাক্তারি সার্টিফিকেটসহ আবেদনপত্র যথাসময়ে শ্রেণি শিক্ষকের কাছে জমা দিতে হবে।
- ১১. পরীক্ষায় ফেল করলে অন্য শ্রেণিতে প্রমোশনের জন্য কোনো তদবির করা যাবে না।
- ১২. যারা নিজে সন্তানদের স্কুল আনা-নেওয়া করেন, তারা নির্ধারিত সময়ে গেট দিয়ে সন্তানদের প্রবেশ ও প্রস্থান নিশ্চিত করবেন। বিদ্যালয় আঙিনায় অবস্থান করা যাবে না।
- ১৩. সন্তানের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন এবং খারাপ পরিবেশ বা অসদ-সঙ্গ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করুন।
- ১৪. অভিভাবক ও শিক্ষক/শিক্ষকের সম্মিলিত প্রয়াসে শিক্ষার্থীর পাঠোন্নতি ও সুন্দর চরিত্র গঠন সম্ভব।
- ১৫. শিক্ষকগণকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখুন, যাতে সন্তানদের পাঠোন্নতি ও চরিত্র গঠন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৬. বিদ্যালয় সরকারী বিধিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হয়, এতে আপনাদের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।
- ১৭. পরীক্ষার পর নির্ধারিত অভিভাবক দিবসে শ্রেণিকক্ষে সন্তানের উত্তরপত্র দেখা যাবে। প্রয়োজনে শিক্ষকগণের সঙ্গে মতবিনিময় করতে পারবেন। উত্তরপত্র বাড়িতে নেওয়া যাবে না।

ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার জরুরী নির্দেশনাবলী:

- ১. স্ব স্ব ধর্মের বিধি বিধান মেনে চলতে হবে এবং পারস্পরিক সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে।
- ২. জাতীয় সংগীতের ভাবার্থ উপলব্ধি করে নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠা করবে।
- ৩. জাতীয় পতাকার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করবে।
- ৪. মাতৃভাষা, মাতৃভূমি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নিজেকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
- ৫. দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে লালন করবে।
- ৬. পিতা,মাতা, শিক্ষক ও গুরুজনদের আদেশ উপদেশ মেনে চলবে।
- ৭. দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আদর্শ সুনাগরিক হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবে।
- ৮. সৎচিন্তা করবে, সৎপথে চলবে, সত্য কথা বলবে, অন্যায়কে ঘৃণা ও প্রতিহত করতে চেষ্টা করবে।
- ৯. অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমী হবে, হতাশ হবে না, জীবনে সফলতার জন্য সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভরসা, সাহায্য প্রার্থনা ও সাধনা করবে।
- ১০. সহপাঠিদের প্রতি সহনশীল থাকবে।

Ingenious School of Excellence

Est. 2021

School For Life

“একটি অনন্য ইসলামিক স্কুল”